দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 AUG 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফল

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৯৮৮ ইং সালের দাখিল (এসএসসি) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত এপ্রিল মাসে, কিন্তু দীর্ঘ চার মাস অতিবাহিত হতে চললো এখনো পর্যন্ত উক্ত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়নি। এদিকে দেশের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে গৃহীত ১৯৮৮ ইং সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ায় বিভিন্ন কলেজে বা মহাবিদ্যালয়ে এখন ভর্তি চলছে, অথচ একই সমমানের মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত দেরীতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় যথাসময় ফলাফল প্রকাশিত হয়নি বিধায় কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা দুশ্চিন্তায় ভুগছে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সমমান প্রদান করা হয়েছে। অথচ সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষাসমূহ সব সময়ই মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষার পূর্বেই অনুষ্ঠিত হওয়ায় যথাসময়ে ফলাফল প্রকাশিত হয় এবং দেশের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তখন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহবান করা হয়। কিন্তু সময় মতো ফল প্রকাশিত না হওয়ায় এ সময় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তির ব্যাপারে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া বিলম্বে ফল প্রকাশিত হওয়ায় মাদ্রাসা বোর্ডের সাথে যোগাযোগ বা বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত ফলাফল আনার অপেক্ষায় বা নম্বরপত্র, প্রশংসাপত্র, সনদপত্র সংগ্রহ করেত করতেই অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির তালিকা শেষ হয়ে যায়। ফলে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র বিলম্বে পরীক্ষা গ্রহণ ও বিলম্বে ফলাফল প্রকাশের কারণে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। সুতরাং যেহেতু মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সমমান প্রদান করা হয়েছে এবং উভয় শিক্ষা বোর্ড যেহেতু একই শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে সেহেতু সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষাসমূহে এর সামঞ্জস্যতা থাকা অত্যাবশ্যক। তাছাড়া সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে যে সকল বিষয়াদি শিক্ষাদান করা হয় মাদ্রাসা বোর্ডে এর চেয়ে কোনটি কম শিক্ষা দেয়া হয় না। বরং মাদ্রাসা শিক্ষার্থীগণ সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যসূচীসহ আরবী ও উর্দু ভাষায় জ্ঞান চর্চা করার যে সুযোগ পায়, তা মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণ তথা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ দানের নিমিত্তে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত সকল পরীক্ষার ফলাফল যথাসময়ে প্রকাশ করার ব্যাপারে মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দেশের লাখ লাখ মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের দ্বার উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে অবিলম্বে ফলাফল প্রকাশের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

—মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান (নোমান)।

ফরিদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সমস্যা

পুরানো ঢাকার সূত্রাপুর থানাধীন ফরিদাবাদ উচ্চ বিদ্যায়টি আজ দীর্ঘদিন যাবত বহু সমস্যায় জর্জরিত। প্রশাসনিক অযোগ্যতা, অর্থনৈতিক অনিয়ম, অপচয় এবং কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও পক্ষপাতিত্বের কারণে ৪৫ নং ওয়ার্ডের ফরিদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়টি আজ ধ্বংসের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। প্রায় ২০/২ বছরের পুরনো এ বিদ্যালয়টি প্রাশাসনিক দায়িত্বভার কোনকালে উপযুক্ত, নিষ্ঠাবান ও পরিশ্র লোকের হাতে পড়েনি বিদ্যালয়টির প্রাশাসনি বিশৃংখলা-অনিয়ম, দুর্নীতি ইত্যা আজ চরমে পৌঁছেছে। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের টাকা নিয়মি ব্যাংকে জমা না হয়ে তা হিসাববিহী অবস্থায় প্রধান শিক্ষক, সাধা শিক্ষক ও কেরানীর নিকট রয়েছে বিদ্যালয়ে দু'হাজার ছাত্র-ছাত্রী অধ্য করছে অথচ এখানে মিলনায়তন নেই। ছাত্রীদের কমনরুমের ব্যবস্থা নেই। মোটক বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার কোন পরি নেই; নেই কোন শৃংখ বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক/শিক্ষয়ি সংখ্যাও অপর্যাপ্ত। এলাকার বাসিন্দাই মধ্যবিত্ত পরিবারের লে তাদের পক্ষে বেসরকারী বিদ্যা ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করানো ব দুর্মূল্যের বাজারে দুরূহ ব্যাপার দাঁড়িয়েছে।

এমতাবস্থায় অত্র বিদ্যালয়টিকে সরকারী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আবেদন জানাচ্ছি।

—মাহবুব উদ্দিন চৌ